কুষ্টিয়ায় পূজায় যাওয়ার পথে ভ্যান থামিয়ে নারীদের স্বর্ণালংকার লুট

কুষ্টিয়ার মিরপুরে নির্জন সড়কে গাছের ডাল ফেলে যানবাহনের গতিরোধ করে ডাকাতির অভিযোগ উঠেছে। মুখোশধারী দেশীয় অস্ত্রধারী ৫-৬ জনের একটি দল পূজামণ্ডপে যাওয়ার পথে একটি ভ্যানে থাকা চার নারীর স্বর্ণালংকার ছিনিয়ে নেয়।

পরে একটি সিএনজিচালিত অটোরিকশার যাত্রীদের কাছ থেকেও স্মার্টফোন, নগদ টাকা ও অন্যান্য মালামাল ছিনিয়ে নেওয়ার অভিযোগ পাওয়া গেছে।

মঙ্গলবার (২০ অক্টোবর) রাত পৌনে ১০টার দিকে মিরপুর উপজেলার ছাতিয়ান ইউনিয়নের কালিতলা বিষিনতা মাঠসংলগ্ন এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

স্থানীয় বাসিন্দা ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, নির্জন সড়কের ওপর গাছের ডাল ফেলে যানবাহন চলাচলে বাধা সৃষ্টি করে মুখোশধারী দুর্বৃত্তরা।

এ সময় দেশীয় অস্ত্র নিয়ে ৫-৬ জনের একটি দল সেখানে অবস্থান নেয়। ওই সড়ক দিয়ে মোটরসাইকেলে যাওয়ার সময় এক যুবক কৌশলে নিজেকে রক্ষা করে কাছের একটি মোড়ে থাকা লোকজনকে ডাকাতির খবর দেন। পরে স্থানীয় লোকজন ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন।

এরই মধ্যে পূজামণ্ডপে যাওয়ার পথে একটি ভ্যানে থাকা চার নারী দুর্বৃত্তদের কবলে পড়েন। অভিযোগ অনুযায়ী, তাঁদের কাছ থেকে স্বর্ণালংকার ছিনিয়ে নেয় দুর্বৃত্তরা। পরে ওই পথ দিয়ে যাওয়া আরেকটি সিএনজিচালিত অটোরিকশার যাত্রীদের কাছ থেকেও স্মার্টফোন, নগদ টাকা ও অন্যান্য মালামাল ছিনিয়ে নেওয়া হয়।

ছাতিয়ান ইউনিয়ন পরিষদের ২ নম্বর ওয়ার্ডের সদস্য উজ্জ্বল হোসেন বলেন, সড়কে গাছ ফেলে ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে। খবর পেয়ে স্থানীয় লোকজন ঘটনাস্থলে ছুটে যান। পরে পুলিশও সেখানে পৌঁছায়। তবে ততক্ষণে দুর্বৃত্তরা পালিয়ে যায়। ভুক্তভোগীরা স্থানীয় এলাকার বাইরের হওয়ায় তাৎক্ষণিকভাবে তাঁদের নাম-পরিচয় জানা সম্ভব হয়নি।

স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, নির্জন সড়কটির সুযোগ নিয়ে এর আগেও মাঝেমধ্যে ডাকাতি ও ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটেছে। মঙ্গলবার রাতেও একই কৌশলে যানবাহনের গতিরোধ করে যাত্রীদের মালামাল ছিনিয়ে নেওয়া হয়।

বিষয়ে মিরপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শহিদুল ইসলাম বলেন, সড়কে গাছ ফেলে ডাকাতির চেষ্টা করা হয়েছে। স্থানীয় লোকজন ও পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছানোর আগেই ডাকাত দলের সদস্যরা পালিয়ে যায়।

কোটচাঁদপুরে বাড়িতে চুরি, নগদ টাকা ও স্বর্ণালংকার লুট

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুর উপজেলার নারানবাড়ীয়া গ্রামে গভীর রাতে একটি বাড়িতে চুরির ঘটনা ঘটেছে। চোরেরা বাড়ির ওয়ারড্রপের ড্রয়ার ভেঙে নগদ ১ লাখ ৬০ হাজার টাকা ও এক ভরি ওজনের একটি স্বর্ণের চেইন নিয়ে গেছে।

চুরি হওয়া মালামালের আনুমানিক মূল্য তিন লাখ টাকার বেশি বলে জানিয়েছেন ভুক্তভোগী। গত রাতে নারানবাড়ীয়া গ্রামের বাসিন্দা নাহিদ বিশ্বাসের বাড়িতে এ ঘটনা ঘটে।

পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, রাতের খাবার শেষে বাড়ির মালিক নাহিদ বিশ্বাসসহ পরিবারের অন্য সদস্যরা ঘুমিয়ে পড়েন। গভীর রাতে চোরেরা কৌশলে বাড়িতে প্রবেশ করে। পরে ওয়ারড্রপের দুটি ড্রয়ার ভেঙে ভেতরে থাকা নগদ টাকা ও স্বর্ণের চেইন নিয়ে পালিয়ে যায়।

সকালে ঘুম থেকে উঠে ড্রয়ার দুটি ভাঙা অবস্থায় দেখতে পেয়ে পরিবারের সদস্যরা চুরির বিষয়টি জানতে পারেন।

ভুক্তভোগী নাহিদ বিশ্বাস জানান, চোরেরা তাঁদের কষ্টার্জিত নগদ টাকা ও স্বর্ণালংকার নিয়ে গেছে। এতে তাঁদের তিন লাখ টাকার বেশি ক্ষতি হয়েছে।

এ বিষয়ে কোটচাঁদপুর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি)

মেহেদী হাসান বলেন, “ভুক্তভোগী অভিযোগ দিলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।”

দামুড়হুদার কালিয়াবকরি দুর্ধর্ষ ডাকাতি, নগদ টাকা- স্বর্ণালঙ্কার লুট

দামুড়হুদা উপজেলার কালিয়াবকরী গ্রামে এক বাড়িতে ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে। মুখোশধারী সশস্ত্র ডাকাতরা পরিবারের সদস্যদের অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে নগদ টাকা ও স্বর্ণালঙ্কার মিলিয়ে প্রায় আড়াই লক্ষ টাকার লুট করে নিয়ে গেছে।স্থানীয় ও ভুক্তভোগী পরিবারের সূত্রে জানা গেছে, রোববার (২০সেপ্টেম্বর) রাত আনুমানিক ২টার দিকে উপজেলার কালিয়াবকরী গ্রামের মাঝের পাড়ার গোলাম মন্ডলের বাড়িতে এ ঘটনা ঘটে।

একদল মুখোশধারী সশস্ত্র ব্যক্তি বাড়ির ছাদ দিয়ে এবং দরজা ভেঙে ঘরের ভেতরে প্রবেশ করে। পরে তারা দেশীয় অস্ত্র ও আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়ে পরিবারের সদস্যদের জিম্মি করে ফেলে। এ সময় চিৎকার করলে প্রাণে মেরে ফেলার হুমকি দেওয়া হয় বলে পরিবারের সদস্যরা জানান।একপর্যায়ে ডাকাতরা আলমারির চাবি নিয়ে নেয়। পরে আলমারি ও ঘরের বিভিন্ন আসবাবপত্র তছনছ করে নগদ টাকা ও বিপুল পরিমাণ স্বর্ণালঙ্কার লুট করে। এরপর পরিবারের সদস্যদের জিম্মি অবস্থায় রেখেই ডাকাতরা দ্রুত ঘটনাস্থল ত্যাগ করে।

ঘটনার খবর পেয়ে রোববার সকালে দামুড়হুদা মডেল থানা পুলিশের একটি দল ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে। পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে বিভিন্ন আলামত সংগ্রহের পাশাপাশি ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের শনাক্ত ও লুণ্ঠিত মালামাল উদ্ধারে অভিযান শুরু করেছে বলে জানা গেছে।এদিকে, জনবহুল এলাকায় মধ্যরাতে এমন ডাকাতির ঘটনায় স্থানীয়দের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। দ্রুত ডাকাতদের শনাক্ত করে গ্রেপ্তার এবং লুট হওয়া মালামাল উদ্ধারের দাবি জানিয়েছেন এলাকাবাসী। একই সঙ্গে রাতে এলাকায় পুলিশি টহল আরও জোরদারের দাবি জানান তারা।

[redacted] [redacted] [redacted], [redacted] [redacted] [redacted]

[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]

[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [

খোঁজ নিয়ে ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে তিনি বলেন, “আমাদের কেরু অ্যান্ড কোম্পানির একটি ট্রাক ঢাকা থেকে ফেরার পথে ডাকাতির কবলে পড়েছে। তবে কোনো শ্রমিক গুরুতর আহত হয়নি।”

ঝিনাইদহে জুলাই আন্দোলনে থানা থেকে লুট হওয়া অস্ত্র উদ্ধার, গ্রেপ্তার ১

পুলিশের কাছ থেকে লুট হওয়া অস্ত্র ঝিনাইদহ থেকে উদ্ধার করেছে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী। এ ঘটনায় রুবেল হোসেন নামে একজন কে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

সোমবার (১৯ জানুয়ারি) গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে বিশেষ অভিযানে ২৪শের জুলাই আন্দোলনের সময় থানা থেকে লুট হওয়া একটি মাল্টি ইমপ্যাক্ট সাউন্ড গ্রেনেড, একটি ককটেল ও একটি র্যান্ডম মুভ টিয়ার গ্যাস গ্রেনেড উদ্ধার করা হয়।

নির্বাচনকে সামনে রেখে জেলার সদর উপজেলায় দুষ্কৃতকারীদের নাশকতা সৃষ্টির আশংকার পরিপ্রেক্ষিতে সেনাবাহিনীর একটি বিশেষ টিম এ অভিযান পরিচালনা করে।

সদর উপজেলার উদয়পুর এলাকায় ১০ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের একটি চৌকশ টহল দল এ অভিযান পরিচালনা করে। অভিযানে একাধিক মামলার আসামি রুবেল হোসেনের বসতবাড়ি থেকে উল্লিখিত বিস্ফোরক সামগ্রী উদ্ধার করা হয়।

সেনাবাহিনী সূত্র জানায়, উদ্ধারকৃত টিয়ারগ্যাস গ্রেনেডটি বাংলাদেশ পুলিশের ব্যবহৃত সরঞ্জামের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। ধারণা করা হচ্ছে, এগুলো গত বছরের জুলাই মাসে সংঘটিত আন্দোলনকালীন সহিংসতার সময় বিভিন্ন থানা থেকে লুট হওয়া অস্ত্র-সরঞ্জামের অংশ।

অভিযান শেষে জব্দকৃত সব আলামত পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ঝিনাইদহ সদর থানা পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়।

সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. সামসুল আরেফিন বলেন, এ ঘটনায় যথাযথ আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হরে।

কোটচাঁদপুরে ডাকাতি: ৮ লক্ষাধিক টাকার মালামাল লুট

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুর উপজেলার পাশপাতিলা গ্রামে অভিনব কায়দায় ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে। অস্ত্রধারী ডাকাতরা বারান্দার গ্রিল কেটে ঘরে ঢুকে নিজেদের পুলিশ পরিচয় দিয়ে স্বর্ণালঙ্কার ও নগদ টাকাসহ ৮ লক্ষাধিক টাকার মালামাল লুট করে বলে জানা গেছে।

স্থানীয়রা জানান, রাত আড়াইটার দিকে পাশপাতিলা গ্রামের আবুল হোসেন ধনীর ছেলে তরিকুলের বাড়ির প্রাচীর টপকে ৫/৬ জনের ডাকাতদল বারান্দার গ্রিল কেটে এবং লক ভেঙে ভেতরে প্রবেশ করে। ডাকাতদল নিজেদের পুলিশ পরিচয় দিয়ে কোনো চিৎকার করতে নিষেধ করে বলে যে বাড়িতে ইয়াবা আছে, এই অভিযোগের তদন্তের জন্য তারা বাড়িতে ঢুকেছে। পরে গৃহকর্তা তরিকুল ও তার স্ত্রী নাসরিনকে অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে ঘরের একটি কক্ষে নিয়ে চেতনানাশক স্প্রে দিয়ে অজ্ঞান করে। তরিকুলের শাশুড়িকে অন্য কক্ষে আটক রেখে তরিকুলের রুমের আলমারি থেকে স্বর্ণালঙ্কার যার মধ্যে আট আনা ওজনের ১টি স্বর্ণের চেইন, দেড় ভরি ওজনের স্বর্ণের হার, ২ ভরি ওজনের স্বর্ণের চুড়ি, ১২ আনা পরিমাণ এক জোড়া কানের দুল, ৪ আনার স্বর্ণের আংটিসহ প্রায় ৫ ভরি স্বর্ণালঙ্কার এবং নগদ ৯০ হাজার টাকাসহ ৭/৮ লক্ষাধিক টাকার মালামাল লুট করে নির্বিঘ্নে চলে যায়।

পরে তরিকুলের শাশুড়ি তাদের ডাকতে গিয়ে তরিকুল ও তার স্ত্রীকে অজ্ঞান অবস্থায় দেখতে পান। তিনি আশপাশের লোকজনকে ডেকে কোটচাঁদপুর উপজেলা হাসপাতালে ভর্তি করেন। সেখানে দীর্ঘ সময়েও তারা স্বাভাবিকভাবে সুস্থ হতে পারেননি বলে স্বজনরা জানিয়েছেন।

এ বিষয়ে কোটচাঁদপুর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কবির হোসেন মাতুব্বর বলেন, চুরির কায়দায় বাড়িতে ঢুকে স্বর্ণালঙ্কারসহ মালামাল নিয়ে গেছে বলে খবর পেয়েছি। তবে লিখিত অভিযোগ পেলে

শৈলকুপায় ব্যবসায়ীর বাড়িতে ডাকাতি, নগদ টাকা ও স্বর্ণালংকার লুট

ঝিনাইদহের শৈলকুপায় এক দুধ ব্যবসায়ীর বাড়িতে ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে। গত বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত ১টার দিকে উপজেলা শহরের কবিরপুর রামকৃষ্ণ মন্দিরের পাশে এ ঘটনা ঘটে। ডাকাতরা অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে নগদ টাকা, স্বর্ণালংকার ও কাঁসা-পিতলের থালা-বাসন লুট করে নিয়ে যায়।

ভুক্তভোগী বাড়ির মালিক প্রতাপ কুমার সরকার জানান, রাত ১টার দিকে ক্রিকেট খেলা দেখা শেষ করে ঘরের মধ্যে খাবার খাচ্ছিলেন তারা। সে সময় একদল ডাকাত বাড়ির তালা ভেঙে ভেতরে প্রবেশ করে। তারা প্রতাপ কুমারকে অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে নগদ ৭০ হাজার টাকা, আড়াই ভরি স্বর্ণালংকার ও কাঁসা-পিতলের থালা-বাসন লুট করে নিয়ে যায়।

প্রতাপ কুমার বলেন, ডাকাতদের মুখে কালো কাপড় বাঁধা ছিল। তাদের বয়স ১৮ থেকে ২৫ বছরের মধ্যে হবে। আমি চাই দ্রুত এই অপরাধীদের যেন গ্রেফতার হয়।

শৈলকুপা থানার ওসি মাসুম খান বলেন, ঘটনার পর রাতেই আমরা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছি। তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করে দ্রুতই এর সাথে জড়িতদের আইনের আওতায় আনতে সক্ষম হব।

শৈলকুপায় ৩ বাড়িতে অজ্ঞান পার্টির হানা, নগদ অর্থ ও স্বর্ণালংকার লুট

ঝিনাইদহের শৈলকুপা উপজেলার দুধসর গ্রামে অজ্ঞান পার্টি হানা দিয়ে নগদ অর্থ ও স্বর্ণালংকার লুটপাট করে নিয়ে গেছে।

বুধবার গভীর রাতে এ ঘটনা ঘটে। তারা ৩ টি বাড়িতে হানা দিয়ে নগদ টাকা ও স্বর্ণালংকার লুট করে।

ভুক্তভোগী ওই গ্রামের গফুর মোল্লা জানান, গভীর রাতে ঘুমন্ত অবস্থায় তার পরিবারের সদস্যরা অজ্ঞান হয়ে পড়েন। সকালে জ্ঞান ফিরলে তারা ঘরের জিনিসপত্র এলোমেলো অবস্থায় দেখতে পান এবং মূল্যবান সামগ্রী খোয়া যাওয়ার বিষয়টি বুঝতে পারেন।

তিনি বলেন, দুর্বৃত্তরা বাড়ির সদস্যদের অজ্ঞান করে বাড়ি থেকে নগদ ২ লাখ ৬০ হাজার টাকা, ৯ ভরি স্বর্ণের গহনা, জমির দলিল ও ব্যাংকের চেকবই লুট করে নিয়ে গেছে। একই ভাবে প্রতিবেশী মনোরঞ্জন বিশ্বাসের বাড়িতেও হামলা চালায় তারা। এ সময় সেখান থেকে ১ ভরি স্বর্ণের গহনা ও ২ ভরি রুপার গহনা নিয়ে যায় দুর্বৃত্তরা। এছাড়াও প্রতিবেশী আরও একজনের বাড়ি থেকে ২ ভরি স্বর্ণের গহনা ও নগদ টাকা লুট হয়েছে বলে জানা গেছে।

শৈলকুপার ভাটই থানার এ এস আই রবিউল ইসলাম বলেন, ঘটনাস্থলে আমরা গিয়েছিলাম এবং তদন্ত চলছে। এ ধরনের অপরাধের সঙ্গে জড়িতদের দ্রুত আইনের আওতায় আনার জন্য অভিযান চলছে বলে তিনি আশ্বাস দিয়েছেন।

উল্লেখ্য, এর আগেও শৈলকুপায় একই ধরনের একাধিক ঘটনা ঘটেছে, তবে এখনও পর্যন্ত কোনো অপরাধীকে গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয়নি। এ নিয়ে স্থানীয়দের মাঝে চরম উদ্বেগ ও আতঙ্ক বিরাজ করছে। এলাকাবাসী দ্রুত বিচার ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দাবি জানিয়েছেন।